ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ সালাত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)

(১৯০) জনৈক যুবক এক ব্যক্তির মেয়েকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। তার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, সে ছালাত আদায় করে না। কিন্তু বলা হচ্ছে, ‘ঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাকে হেদায়াত করবেন।’ এই যুবকের সাথে মেয়ে বিবাহ দেয়া কি বৈধ?

বিবাহের প্রস্তাবকারী যদি জামাআতের সাথে ছালাত আদায় না করে, তবে সে আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফারমান্ত গোনাহ্গার। মুসলমানদের ইজমার বিরোধীতাকারী। কেননা জামাতবদ্ধ হয়ে ছালাত আদায় করা সর্বোত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, এব্যাপারে মুসলমানগণ ঐকমত্য হয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) (মাজমু’ ফাতাওয়া ২৩/ ২২২ গ্রন্থে') বলেন, ‘আলেমগণ একথার উপর ঐকমত্য হয়েছেন যে, জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করা অতিব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, শ্রেষ্ঠ আনুগত্য ও ইসলামের অন্যতম বড় নিদর্শন।’

কিন্তু তার এই ফাসেক্বী তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে না। এর সাথে মুসলিম মেয়ের বিবাহ দেয়া জায়েয। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত সচ্চরিত্রবান যুবকের সাথে বিবাহ দেয়াই উত্তম। যদিও সে অর্থ-সম্পদ ও বংশ-মর্যাদায় উন্নত না হয়। কেননা হাদীছে এসেছেঃ “তোমাদের কাছে যদি এমন ব্যক্তি (বিবাহের প্রস্তাব দেয়) যার ধর্মীয় ও চারিত্রিক অবস্থা সনে-াষ জনক, তবে তার সাথে বিবাহ দাও। যদি এরূপ না কর তবে পৃথিবীতে ফিৎনা হবে এবং বিরাট ফাসাদ হবে। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি এরূপ লোক না পাওয়া যায়? তিনি বললেন, যদি তোমাদের কাছে এমন ব্যক্তি আসে (বিবাহের প্রস্তাব দেয়) যার ধর্মীয় ও চারিত্রিক অবস্থা সনে-াষ জনক তবে তার সাথে বিবাহ দাও।” কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। ছহীহ্ বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে' প্রমাণিত হয়েছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“চারটি গুণাগুণ দেখে কোন নারীকে বিবাহ করা হয়। তার সম্পদ, বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও ধর্ম। ধর্মভীরু নারীকে বিবাহ করে তুমি বিজয়ী হও। তোমার দু’হাত ধুলোলুণ্ঠিত হোক।” এ দু’টি হাদীছ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বাধিক যে বিষয়টির গুরুত্বারোপ করা আবশ্যক, তা হচ্ছে নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে- ধর্মভীরুতা ও সচ্চরিত্রবান হওয়া। আর আল্লাহ্ভীরু ও দায়িত্ব সচেতন অভিভাবকের জন্য আবশ্যক হচ্ছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নির্দেশের প্রতি গুরুত্বারোপ করা। কেননা ক্বিয়ামত দিবসে এ বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ্ বলেন,

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ

“আর সেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রাসূলগণের আহবানে কি সাড়া দিয়েছিলে?” (সূরা ক্বাছাছ-৬৫) তিনি আরো বলেন,

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ

“অতএব আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব, যাদের কাছে রাসূল প্রেরীত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসূলগণকে। তাদের উপর সব কিছুর বিজ্ঞচিতভাবে বর্ণনা প্রদান করব। আর আমি অনুপসি'ত ছিলাম না। ” (সূরা আ’রাফ- ৬-৭)

আর যদি বিবাহের প্রস্তাবক এমন ব্যক্তি হয়, যে না জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করে না বরং একাকী নামায আদায় করে। অর্থাৎ- মোটেও ছালাত আদায় করে না। তবে সে কাফের ইসলাম থেকে বহিস্কৃত। তার তওবা করা জরুরী। যদি খালেছভাবে তওবা নাসূহা করে ছালাত আদায় শুরু করে, তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু তওবা না করলে তাকে কাফের ও মুরতাদ অবস্থায় হত্যা করতে হবে। গোসল না দিয়ে, কাফন না পরিয়ে, জানাযা না পড়িয়ে, দাফন করতে হবে। মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না। তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল নিম্নে প্রদত্ব হলোঃ

কুরআনের দলীলঃ আল্লাহ্ বলেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ

“অতঃপর এদের পর এল অপদার্থ লোকেরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে।” (সূরা মারইয়াম- ৫৯-৬০) এখানে ‘কিন্তু তারা ব্যতীত যারা তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে।’ একথা দ্বারা বুঝা যায়, ছালাত বিনষ্ট ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করার সময় তারা ঈমানদার ছিল না। আল্লাহ্ আরো বলেন,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

“যদি তারা তওবা করে ও ছালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।” (সূরা- তওবা- ১১) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল, ছালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান না করলে দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য হাদীছের দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, যাকাত পরিত্যাগকারী যদি তার আবশ্যকতা স্বীকার করে, কিন্তু কৃপণতার কারণে তা আদায় না করে, তবে সে কাফের হবে না। অতএব ছালাত প্রতিষ্ঠা করা ঈমানী ভ্রাতৃত্বের শর্ত হিসেবে অবশিষ্ট রইল। তাই এর দাবী হচ্ছে তা পরিত্যাগ করা কুফরী। এই কারণে বেনামাযীর সাথে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট হয়ে যায়। বেনামাযী ফাসেক নয় বা ছোট কাফের নয়। কেননা ফাসেক্বী এবং ছোট কুফরী ঈমানী ভ্রাতৃত্ব থেকে বের করে দেয় না। যেমনটি মু‘মিনদের পরস্পর দু’টি দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে, তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

“মু’মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পরস্পরের মাঝে সংশোধন কর।” (সূরা হুজুরাত- ১০) পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত দু’টি দল ঈমানের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়নি। অথচ মু’মিনের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি ছহীহ্ বুখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

“কোন মুসলিমকে গালিগালাজ করা ফাসেক্বী, আর তার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া কুফরী।”

হাদীছের দলীলঃ ছালাত পরিত্যাগকারী কাফের হওয়ার ব্যাপারে সুন্নাহ্ থেকে দলীল সমূহ হচ্ছে নিম্নরূপঃ জাবের

বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

بَيْنَ الرَّجُلِ والْكُفْرِ والشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاَةِ

“মুসলিম বান্দা এবং কাফের ও মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হল ছালাত পরিত্যাগ করা।” বুরায়দা বিন হুছাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

الْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرِكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

“তাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে চুক্তি হচ্ছে ছালাতের, যে ব্যক্তি ছালাত পরিত্যাগ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।”

উবাদাহ্ বিন ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে বাইআত করেছেন এই মর্মে যে, “তারা শাসকের সাথে বিরোধীতায় লিপ্ত হবে না। যতক্ষণ না তারা তাদের থেকে সুস্পষ্ট কুফরী অবলোকন করে, যে ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ বিদ্যমান আছে।” অর্থাৎ- শাসকদেরকে আল্লাহ্ যে দায়িত্ব দিয়েছেন, লোকেরা সে ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে সুপ্রমাণিত কোন কুফরী অবলোকন করে। আপনি যখন এটা বুঝলেন তখন এই হাদীছটি দেখুন সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا

“অচিরেই তোমাদের মাঝে এমন কিছু আমীর বা শাসকের আগমণ ঘটবে, যাদের মধ্যে ভাল বিষয় লক্ষ্য করবে খারাপ বিষয়ও লক্ষ্য করবে। যে ব্যক্তি মন্দ বিষয়গুলো চিনলো (অন্য বর্ণনায়, অপছন্দ করল) সে মুক্ত হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি সেগুলোর প্রতিবাদ করল সে নিরাপদ হলো। কিন্তু যে সন্তুষ্ট হয় ও তাদের অনুসরণ করে। তাঁরা বললেন, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ তারা ছালাত প্রতিষ্ঠা করে।” এ হাদীছ থেকে জানা গেল, তারা যদি ছালাত আদায় না করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। পূর্বে উবাদার হাদীছটিতে বলা হয়েছে কোন ক্রমেই শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। অতএব বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুপ্রমাণিত কোন কুফরী ছাড়া তাদের সাথে লড়াই করা যাবে না। সুতরাং এ দু'টি হাদীছ দ্বারা জানা গেল, ছালাত পরিত্যাগ করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুপ্রমাণিত সুস্পষ্ট কুফরী।

এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে দলীল প্রমাণ। ছালাত পরিত্যাগকারী কাফের। মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত। যেমনটি অন্যান্য সুস্পষ্ট বর্ণনায় পাওয়া যায়। ইবনু আবী হাতেম সুনান গ্রনে' উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নসীহত করেছেনঃ

لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تتركوا الصلاة عمداً فمن تركها عامداً متعمداً خرج من الملة

“তোমরা কোন কিছুকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করবে না। ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগ করবে না। কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ছালাত পরিত্যাগ করবে সে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।”

এব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত উক্তি সমূহ নিম্নরূপঃ

ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(لا إسلام لمن ترك الصلاة)

“যে ব্যক্তি ছালাত পরিত্যাগ করে, ইসলামে তার কোন অংশ নেই।” আবদুল্লাহ্ বিন শাক্বীক্ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ

“নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর ছাহাবীগণ ছালাত ব্যতীত কোন আমল পরিত্যাগ করার কারণে কাউকে কাফের মনে করতেন না।”

উল্লেখিত শ্রুতিগত উক্ত দলীল সমূহ ছাড়া সাধারণ যুক্তিও প্রমাণ করে যে, ছালাত পরিত্যাগকারী কাফের। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, ‘ছালাতে অলসতাকারী প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রই তাকে অবজ্ঞাকারী। সুতরাং সে ইসলামের ব্যাপারে উদাসীন এবং অবজ্ঞাকারী। ছালাতে যাদের যতটুকু অংশ রয়েছে ইসলামে তাদের ততটুকু অংশ রয়েছে। ছালাতের প্রতি যার যতটুকু আগ্রহ রয়েছে ইসলামের প্রতি তার আগ্রহ ততটুকু আছে।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহঃ) (কিতাবুছ ছালাত পৃ: ৪০০) বলেন, হাদীছের সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হয়ঃ “যে লোক বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা ছালাতের নির্দেশ দিয়েছেন, তা ফরয করেছেন, সে কখনই ছালাত পরিত্যাগ করবে না। সে কখনই ধারাবাহিকভাবে সমস্ত ছালাত থেকে বিরত থাকবে না। কারণ সাধারণ বিবেক ও যুক্তিতে একথা কখনই সম্ভব নয় যে, একজন লোক অন্তর থেকে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা প্রতিদিন রাত ও দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন, এর পরিত্যাগকারীকে তিনি কঠিন শাস্তি দিবেন; অথচ তারপরও সে তা প্রত্যাখ্যান করবে এবং সার্বক্ষণিক এ ছালাতকে পরিত্যাগ করে চলবে। এটা নিঃসন্দেহে অবাস্তব কথা। সুতরাং ছালাতের ফরযকে সত্যায়নকারী কখনই উহা পরিত্যাগ করে সন্তুষ্ট চিত্তে বসে থাকতে পারে না। ঈমানের দাবী হচ্ছে ছালাত আদায় করা। তার হৃদয় যদি তাকে ছালাতের নির্দেশ না দেয়, তবে তার অন্তরে যে ঈমানের লেশ মাত্র নেই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্তর সম্পর্কিত বিধি-বিধান ও তার আমল সম্পর্কে যাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নেই তাদের কথায় কান দিবেন না।” ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম সত্য বলেছেন। যে ছালাতে রয়েছে অশেষ, অফুরন্ত ও অসংখ্য ছাওয়াব। তা আদায় করাও অতি সহজ সাধ্য। ছালাত পরিত্যাগ করাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। যার অন্তরে সামান্যতম ঈমান রয়েছে সে কখনও উক্ত ছালাত পরিত্যাগ করতে পারে না। এটা অসম্ভব ব্যাপার।

যখন কিনা কুরআন্তসুন্নাহ্র দলীলাদী দ্বারা প্রমাণিত হল যে, ছালাত পরিত্যাগকারী কাফের, ইসলাম থেকে বহিস্কৃত মুরতাদ- তখন তার সাথে কোন মুসলিম নারীর বিবাহ সম্পাদন করা বৈধ নয়। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

“আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্যই মুসলিম ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম। যদিও তাদেরকে তোমাদের ভাল লাগে।” (সূরা বাক্বারা- ২২১) আর আল্লাহ্ মুহাজির নারীদের সম্পর্কে বলেন,

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

“যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফেরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্যও হালাল নয়।” (সূরা মুমতাহিনা- ১০) এই দু’টি

আয়াতের ভিত্তিতে মুসলমানগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোন মুসলিম নারীর সাথে কাফেরের বিবাহ বৈধ নয়। অতএব কোন অভিভাবক যদি নিজ মেয়ে বা অধিনস্ত কোন মেয়ের বিবাহ বেনামাযী ব্যক্তির সাথে সম্পন্ন করে, তবে সে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না। এই বিবাহের মাধ্যমে উক্ত নারী তার জন্য বৈধ হবে না। কেননা এটা এমন সম্পর্ক যাতে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ নেই। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আয়েশা (রাঃ) এর বরাতে ছহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।” (বুখারী ও মুসলিম)

অতএব স্বামী যদি ছালাত পরিত্যাগ করার পর তওবা করে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে ইসলামে ফিরে না আসে, তবে তার বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাই বেনামাযী বিবাহের প্রস্তাবদানকারীর সাথে বিবাহের আক্বদ করার কোন প্রশ্নই আসে না।

সারকথা, বিবাহের প্রস্তাবকারী এই ব্যক্তি যদি জামাতের সাথে ছালাত আদায় না করে, তবে সে ফাসেক্ব- কাফের নয়। এর সাথে বিবাহ দেয়া যায়। তবে তাকে বাদ দিয়ে নামাযে পাবন্দ চরিত্রবান যুবকের সাথে বিবাহ দেয়া বেশী উত্তম।

কিন্তু যদি সে মোটেও ছালাত আদায় না করে- না জামাতের সাথে না একাকী- তবে কাফের, ইসলাম থেকে বহিস্কৃত মুরতাদ। কোনভাবেই তার সাথে মুসলিম নারীর বিবাহ সম্পাদন করা জায়েয নয়। তবে যদি সে সত্যিকারভাবে তওবা করে ছালাত আদায় করে ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে কোন বাধা নেই।

আর প্রশ্নকারী উল্লেখ করেছেন যে, প্রস্তাবকারীর ব্যাপারে প্রশ্নকৃত ব্যক্তি বলেছে ‘ঠিক হয়ে যাবে- আল্লাহ্ তাকে হেদায়াত করবেন।’ এটা তো ভবিষ্যতের কথা। সে সম্পর্কে একমাত্র আল্লাই ভাল জানেন। অজানা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে কোন কিছু ভিত্তি করা চলে না। কেননা আমরা শুধু বর্তমান অবস্থার উপর জিজ্ঞাসিত হব; ভবিষ্যতের উপর নয়। আর এ ব্যক্তির বর্তমান অবস্থা হচ্ছে কুফরী। সুতরাং এই কুফরী অবস্থায় কি করে তার সাথে মুসলিম রমণীর বিবাহ সম্পন্ন করা যায়? আমরা আল্লাহর কাছে তার হেদায়াত এবং ইসলামে ফিরে আসার জন্য দু‘আ করি। যাতে করে তার সাথে মুসলিম নারীর বিবাহ সম্পন্ন করা সহজ ও সম্ভব হয়। আল্লাহই হেদায়াতের মালিক।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=720

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন